জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি

১৪৩৭হিজরী/২০১৬খ্রিঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১ ভূমিকা	
	২ উদ্দেশ্য	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩ হজযাত্রী নিবন্ধন, হজ এর কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা	
	৪ হজ সংক্রান্ত চুক্তি	
	৫ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ পর্ব	
	৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়	
	৫.২ হজ অফিস, ঢাকা এর করণীয়	
	৬. হজ ব্যবস্থাপনাঃ সৌদি আরব পর্ব	
	৬.১ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয়	
	৬.২ হজ এজেন্সির বাড়ি পরিদর্শন	
	৬.৩ মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ	
	৬.৪ হজকর্মী নিয়োগ	
	৭ বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	
	৮ বাড়ি ভাড়া	
	৮.১ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	
	৮.২ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	
	৯ সৌদি আরবে হজব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ	
	৯.১ হজ প্রতিনিধি দল	
	৯.২ হজ প্রশাসনিক দল	
	৯.৩ হজ চিকিৎসক দল	
	৯.৪ হজ গাইড নির্বাচন	
	৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরচে হজপালন	
তৃতীয় অধ্যায়	১০ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৪ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৫ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	
	১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	
	১৭ জেলা প্রশাসকের ভূমিকা	
	১৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ভূমিকা	
চতুর্থ অধ্যায়	১৯ আপৎকালীন ফান্ড	
	২০ হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান	
পঞ্চম অধ্যায়	২১ ওমরাহ এজেন্সি সংক্রান্ত	
	২১.১ ওমরাহ এজেন্সি	
	২১.২ ওমরা এজেন্সির দায়-দায়িত্বঃ	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২২ হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন	
	২২.১ নিয়োগের শর্তাবলী	
	২২.২ নিয়োগ প্রক্রিয়া	
	২৩.৩ পরিদর্শন	
	২২.৪ নবায়ন	
	২৩ হজ ও ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ	
	২৩.১ তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ	
	২৩.২ তদন্ত ও শাস্তি	
	২৩.৩ শাস্তির রিভিউ	
সপ্তম অধ্যায়	২৪ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭হিজরী/২০১৬খ্রিঃ এর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ	

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৬	
প্রথম অধ্যায়	
১.	ভূমিকাঃ
১.১	ক. আর্থিক ও দৈহিকভাবে সাম র্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমান এর জন্য অবশ্য পালনীয় পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে পবিত্র হজপালন একটি অন্যতম স্তম্ভ। বর্তমানে ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী জাতীয় হজ নীতি ১৪৩১-১৪৩৫ হিজরী/২০১০-২০১৪খ্রিঃ চলমান যার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় কোন নীতি না থাকায় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিত করে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান প্রবর্তন করায় এবং বাংলাদেশ হতে পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগি ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর (I.T) করার লক্ষ্যে পরিবর্তিত বা স্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নি ম্নরূপভাবে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন করল। খ. ইহা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরী/২০১৬খ্রিঃ নামে অভিহিত হবে। গ. অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩ ৭ হিজরী/২০১ ৬খ্রিঃ এর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন কিংবা সংযোজন-বিয়োজন পরবর্তিতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া উহা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
১.২	বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা নামে দু'ধরনের হজ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী হজযাত্রীদের হজ কার্যক্রম সংক্রা ন্ত সার্বিক বিষয়াদি প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সধারী হজ এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় অধিকাংশ হজযাত্রী প্রেরিত হলেও তাঁদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়। তাছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ওমরাহযাত্রীগণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ওমরাহ এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব গমনাগমন করে থাকেন। যার সুষ্ঠু তদারকি সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। প্রতি বছর কতজন ওমরাহযাত্রী পবিত্র ওমরাহ পালন করেছেন এবং কতজন ওমরাহযাত্রী যথা সময়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষিত হচ্ছে না। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পাদন, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী হজ ও ওমরাহযাত্রীদের সেবারমান উন্নতিকরণ এবং হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রা ন্ত কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জাতীয় হজ নীতির আংশিক সংশোধন ও ওমরাহ লাইসেন্স নিয়োগ সংক্রান্ত পরিপত্র সমন্বয় করে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।
১.৩	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ায় উহা সংশোধনের পূর্বে ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য পরিকল্পিত, নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে হজ ও ওমরাহ পালন এবং এ কাজে তাঁদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকল্পে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় সং শ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সময়ে সময়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সং শ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামতও গ্রহণ করা হয়। উ ল্লিখিত পক্ষসমূহের মতামত ও সুপারিশসমূহ সংশোধিত জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।
১.৪	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হলেও আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হজ ও ওমরাহ মৌসুমে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির আলোকে সং শ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ যথাসময়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।
১.৫	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি একটি সমন্বিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ত্রুটিসমূহের পর্যবেক্ষন ও অনুধাবনের আঙ্গিকে অতীতের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য যথাসম্ভব পরিকল্পিত কার্য পরিক্রমা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে সন্নিবেশিত করার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এর সুবাদে সরকারি ও বেসরাকা রি উভয় ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ পবিত্র হজ ব্রত পালন এবং ওমরাহ এজেন্সির মাধ্যমে ওমরাহ পালন যেমন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির আওতায় আসবে, তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।
২.	উদ্দেশ্যঃ
২.১	প্রতি বছর যথাসময়ে হজ ও ওমরাহ এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২.২	নির্ধারিত সময়ে হজযাত্রীদের ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা/ঢাকা-মদিনা-ঢাকা পথের বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও হজপ্যাকেজ ঘোষণা।
২.৩	যথাসময়ে হজের আবেদনপত্র জমা নেয়ার তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা।
২.৪	যথাসময়ে হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক রাজকীয় সৌদি সরকারের সং শ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর সাথে ত্বরিত যোগাযোগ ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
২.৫	হজ ও ওমরাহ সম্পাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন।
২.৬	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।

২.৭	সামগ্রিক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
২.৮	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে যথাসময়ে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজযাত্রী প্রতি ব্যয় সংকোচন।
২.৯	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, হজযাত্রীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনকরণ।
২.১০	তথ্য প্রযুক্তির (**I.T**) সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং হজ ও ওমরাহ সং শ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনলাইনে তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ।
	দ্বিতীয় অধ্যায়
৩.	হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন কর্মপরিকল্পনা ও হজ প্যাকেজ ঘোষণাঃ
৩.১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর হজ শেষ হওয়ার পর থেকে প্রাথমিকভাবে ০৪ (চার) মাস পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে সারা বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মান করবে। বাংলাদেশের নাগরিক, যারা হজে যেতে আগ্রহী, তাঁদেরকে অগ্রিম হজ নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। হজযাত্রী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরসহ এমআরপি পাসপোর্টধারী হতে হবে। এরূপ পাসপোর্টের মেয়াদ হজ পালনের মাসের পর পরবর্তী কম পক্ষে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে। বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশী পাসপোর্ট নিয়ে হজে যেতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশী এমআরপি পাসপোর্ট সংগ্রহপূর্বক হজে যেতে পারবেন।
৩.১.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অগ্রিম নিবন্ধন সিস্টেম চালু করে তা জনগনকে হজ ওয়েবসাইট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচার করবে।
৩.১.৩	সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে হজে যেতে ইচ্ছুক হজযাত্রীগণ জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), পৌর ডিজিটাল সেন্টার, সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল সেন্টার, ঢাকাস্থ হজ অফিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হজ এজেন্সির কার্যালয় হতে হজের প্রাক-নিবন্ধন করতে পারবেন।
৩.১.৪	সরকার নির্ধারিত ফি ও অগ্রীম জামানত নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানের সাথে সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় প্রাক-নিবন্ধন সার্ভার থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক প্রদান করতে হবে।
৩.১.৫	যে সমস্ত হজযাত্রীর বয়স ১৮ বা তদুর্ধ্ব তাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক এবং যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে তারা অভিভাবকের সাথে জন্মনিবন্ধন সনদের কপিসহ আবেদনপত্র পূরণ করবেন। সরকারের সিদ্ধা ন্ত মোতাবেক এই তথ্য জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যভান্ডার (এনআইডি) ও পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে যাচাই করা হবে।
৩.১.৬	হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে সৌদি সরকার থেকে নির্ধারিত কোটা পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ঘোষণা, হজযাত্রী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি হজ এজেন্সির তালিকা এবং অগ্রিম নিবন্ধিত হজযাত্রীর তালিকা প্রকাশ করবে। প্রকাশিত তালিকার হজযাত্রীগণকে ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি হজ এজেন্সির মধ্য থেকে পছন্দমত এজেন্সি ও হজ প্যাকেজ নির্বাচনপূর্বক নির্ধারিত হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশ প্রদান করবে, অন্যথায় পিলগ্রিম আইডি প্রদান করা হবে না। বেসরকারি এজেন্সী কর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ এবং হজযাত্রীদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।
৩.১.৭	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজ অফিস/এজেন্সিসমূহ উক্ত হজযাত্রীদের আবেদন অনলাইনে গ্রহন করে এবং হজ প্যাকেজে ঘোষিত টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে তাকে হজযাত্রী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য নিশ্চিত করলে হজযাত্রীকে হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (এইচএমআইএস) তার পিলগ্রিম আইডি প্রদান করা হবে।
৩.১.৮	প্রাক-নিবন্ধিত তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোন হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, অবশিষ্ট সংখ্যক হজযাত্রীদের জন্য পরবর্তী সমসংখ্যক অ পক্ষেমান নিবন্ধনধারীকে ৩.১.৪ ও ৩.১.৫ ধারার মত কার্যাদি সম্পাদন করার আহবান জানানো হবে।
৩.১.৯	যারা ঘোষিত সময়ের মধ্যে টাকা প্রদান করতে পারবেন না, পরবর্তী ০১ (এক) বছর পর্যন্ত তাদের নিবন্ধন বলবৎ থাকবে।
৩.১.১০	যদি কোন হজযাত্রী হজে যেতে আগ্রহী না হন তাহলে অগ্রিম নিবন্ধিত জামানত (নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত) ফেরত নিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে তাদের জামানত বাবদ জমাকৃত টাকার মধ্য হতে প্রসেসিং ফি কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।
৩.১.১১	কোন এজেন্সি কোটার কম হজযাত্রী পেলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল হলে, সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ হজযাত্রীদের অন্য লাইসেন্সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে।
৩.১.১২	সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রতি ৪৫ (পঁয়তা ল্লিশ)জন হজযাত্রীদের জন্য ০১(এক)জন গাই ড হজযাত্রী হিসেবে গমন করবেন। প্রতি বছরের জন্য গাইডদের ফরম পূরন করে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এইচএমআইএস (**HMIS**) এ সরাসরি এণ্ট্রি করা যাবে, যা হজফ্লাইট শুরুর অন্তত ০১(এক) মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।
৩.১.১৩	প্রাক-নিবন্ধনের তথ্য ভান্ডার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক সরকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরীক্ষা করবে।

৩.১.১৪	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মোনাজ্জেমদের জন্য প্রাক হজ সময়ে মোয়াল্লেম ও সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিকরণ এবং বাড়ী/হোটেল ভাড়া করার জন্য হজকালীন সময়েও মোনাজ্জেমদেরকে হজযাত্রীদের সেবা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য সৌদি আরব গমনের প্রয়োজন হয়। এ সময়ের জন্য মোনাজ্জেমদের পৃথক হজ সার্ভিস ভিসা/স্টিকার প্রদানের অনুরোধ করতে হবে।
৩.১.১৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে হাব-সহ ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি মোয়াচ্ছাসা, আদিল্লা ও ওজারাতুল হজ এর দপ্তরে হজ ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য সৌদি আরব গমন করবেন।
৩.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি হিজরী সালের রবিউস সানি মাসের মধ্যে ঐ বছরের হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.২.১	হজ বাবদ ব্যয় (বিমান ভাড়া, মোয়াল্লেম ফি, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ, কুরবানী, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি) নির্ধারণপূর্বক হজ প্যাকেজ ঘোষনা করতে হবে।
৩.৩	হজে গমনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ
৩.৩.১	বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.২	মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচিত/মনোনীত ব্যক্তি হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৩	সৌদি সরকারের বিধান অনুযায়ী যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণকরতঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট-এর মাধ্যমে হজে গমণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৪	কোন মহিলা হজে গমনের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র শয়িয়ত সম্মত মাহ্‌রাম-এর সাথে হজে যাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩.৩.৫	বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত বিধি-বিধানের আলোকে যারা হজে যাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৪.	হজ সংক্রান্ত চুক্তিঃ
৪.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন করবেন।
৪.২	হজচুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে/নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সেলর (হজ)/বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা যেমন: হাজী পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, মোয়াল্লেমদের সংগঠন (মুয়াচ্ছাসা ও আদিল্লা অফিস), সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের বাড়িভাড়ার চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃ পক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা অথবা মদিনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হজ অফিসার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। কোন্ কোন্ এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে সৌদিআরবে হজযাত্রী পরিবহন করবে তা হজচুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
৪.৩	হজ প্যাকেজ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনের জন্য প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৪.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ক্ষমতাবান ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/ পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ চুক্তির মূলকপি হজযাত্রী এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ও হজ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী এবং এজেন্সির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস, ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ওয়েবসাইট **(www.hajj.gov.bd)** থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করবে।
৪.৫	হজ এজেন্সিসমূহ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কার সহায়তায় নিজ দায়িত্বে সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সৌদি সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও প্রথা অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি/হোটেল মালিকদের সাথে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার চুক্তি সম্পাদন করবে।
৫.	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ পর্ব
৫.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়ঃ
৫.১.১	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
৫.১.২	হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এর সভপতিত্বে নিম্নরূপ 'জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টা - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সহ-সভাপতি-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্যবৃন্দ, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রনালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুগ্ম-সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিচালক, হজ অফিস,

	ঢাকা, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর সভাপতি এবং সদস্য সচিব, উপ-সচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
৫.১.৩	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ও হজ প্যাকেজ ঘোষণা এবং তা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েবসাইটে **www.hajj.gov.bd, www.mora.gov.bd** প্রকাশ।
৫.১.৪	হজযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ, সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীর মোয়া ক্লেম ফি ও অন্যান্য ফি সংগ্রহ এবং সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৫	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার অর্থ সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৬	হজযাত্রী ও হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন।
৫.১.৭	হজের প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্ততঃ ১(এক) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সৌদি আরবে প্রেরণ।
৫.১.৮	হজযাত্রীদের ব্যবহার্য কিটব্যাগ, কব্জিবেল্ট ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং ঢাকা হজ অফিসে সরবরাহ।
৫.১.৯	হজ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অন্যান্য হজ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ।
৫.১.১০	হজ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়।
৫.১.১১	হজ প্রতিনিধি দল, চিকিৎসক দল ও প্রশাসনিক দল গঠন।
৫.১.১২	তথ্য-প্রযুক্তি **(I.T)** প্রয়োগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। আইটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় হাবসহ অন্যান্য হজ সংশ্লিষ্টদের **(Stake Holder)** এর সহযোগিতা গ্রহণ।
৫.১.১৩	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে হজযাত্রীদের হজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৪	সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৫	সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত স্টিকার বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত উপযুক্ত ও অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ এবং যাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তাদের জীবন বৃত্তান্ত ও পাসপোর্টের ফটোকপি সংরক্ষণ।
৫.১.১৬	সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস এবং ঢাকাস্থ হজ অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা।
৫.১.১৭	হজযাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় জানাতে ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল ফরমের প্রচলনের উপর বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১.১৮	ডিজিটাল ফরম প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য সফট্ওয়ার সংযোজন ও পরিবর্ধন করা ও বিশেষ হেল্প লাইন চালু করা ।
৫.১.১৯	ভিসার জন্য পাসপোর্ট গ্রহণ, ডিও প্রদান, ভিসাসহ পাসপোর্ট বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় কার্যপ্রনালী তৈরী ও সংশ্লিষ্টদের অবগত করা।
৫.২	হজ অফিস, ঢাকা এর করণীয়ঃ
৫.২.১	হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।
৫.২.২	সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।
৫.২.৩	হজ গাইড, নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।
৫.২.৪	আন্তর্জাতিক পাসপোর্টসহ আবেদন গ্রহণ।
৫.২.৫	ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৬	হজযাত্রীদের আবেদনপত্র, পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্য সনদ সংগ্রহ।
৫.২.৭	হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।
৫.২.৮	হজসংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।
৫.২.৯	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসন বণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দ/বণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
৫.২.১০	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। আবেদন পত্র, চুক্তিপত্র, ডিজিটাল ফরম, গাইড বই, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজযাত্রীদের তালিকা, তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য, জাতীয় হজ নীতি, হজ প্যাকেজ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ; এ ছাড়াও হজ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজ বিষয়ক সফট্ কপিসহ হজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে **(www.hajj.gov.bd)** প্রকাশ। ওয়েবসাইটে হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।
৫.২.১১	হজযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (**Health Centre)** স্থাপন। সৌদি আরবে হজযাত্রীদের করণীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালীন হজযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মিনালে আগমন-বহির্গমনকালীন ধৈয্য-সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারনা প্রদানের জন্য হজক্যাম্পে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজযাত্রীদের অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.১২	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ ও বিতরণ এবং এতদসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
৫.২.১৩	হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.২.১৪	হজ অফিসে হজযাত্রীদের সেবার নিমিত্ত রোভার স্কাউটসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিত করণ।
৫.২.১৫	হজযাত্রীদের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের পৌঁছানো ইত্যাদি কার্যক্রম হজ অফিস হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সং শ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করণ।
৫.২.১৬	ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে হজযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের নিশ্চিত সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য সৌদি আরবস্থ হজ অফিসে প্রেরণ।
৫.২.১৭	হজ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।
৫.২.১৮	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ জন হজযাত্রীর জন্য নিয়োজিত একজন গাইডের ভিসা/টিকেট এবং আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ। স্ব স্ব দলের সাথে গাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।
৫.২.১৯	মক্কা/মদিনা থেকে নিয়োগকৃত হজকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ব বণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা আই.টি ফার্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হজগাইডদের প্রদান। হজগাইডদের দায়িত্ব বণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজ কর্মীগণের সাথে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।
৬.	হজ ব্যবস্থাপনাঃ সৌদি আরব পর্ব
৬.১	বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের মান্যবার রাষ্ট্রদূত/জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলের সাথে পরামর্শক্রমে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কার কাউন্সেলর (হজ) সম্পন্ন করবেন। কাউন্সেলর (হজ)-এর অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হবেঃঃ
৬.১.১	জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.২	মক্কা-মিনা-আরাফাত-মুজদালেফা-মদিনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্যাকেজ মোতাবেক হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধাদির বিষয়ে তদারকি করা।
৬.১.৩	হজ প্রতিনিধি দল, হজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য গমনকারী প্রশাসনিক দল, চিকিৎসা সেবার জন্য গমনকারী চিকিৎসক দলের অভ্যর্থনা, যাতায়াত ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাড়ি ভাড়া সংক্রা ন্ত কমিটির মাধ্যমে হজ মৌসুমে মক্কা ও মদিনা হজ অফিসে এবং মিনা ও আরাফাতে প্রশাসনিক তাঁবুতে অবস্থানকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.৫	হজ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।
৬.১.৬	সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
৬.১.৭	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাচল এবং সকল হজযাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তদারকীকরণ।
৬.১.৮	হজ প্রতিনিধিদল ও হজ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনের নিরিখে জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বণ্টনকৃত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টন নিশ্চিতকরণ।
৬.১.৯	হজ এজেন্সিসমূহের বাড়ি ভাড়া করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
৬.১.১০	মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল প্রেরণ, মৃত্যুসনদ গ্রহণ ও প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন।
৬.১.১১	হজ শেষে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬.১.১২	মোয়াল্লেমগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডাটাবেইজ আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৩	অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৪	হজযাত্রী/হাজীদের আপদকালীন জরুরী প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬.১.১৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ চিকিৎসক দলের জন্য জারিকৃত অফিস আদেশ মোতাবেক তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালীন সময় কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করণ।
৬.১.১৬	হজ এজেন্সি, হজযাত্রী/হাজী এবং এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে সমন্বয় পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬.১.১৭	সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী হজযাত্রী যাতে মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-আল মাশায়ারে একটি গুচ্ছে **(Cluster)** অবস্থান করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। যথাসময়ে মোয়া ল্লেমের একটি তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ যাতে উক্ত তালিকা অনুযায়ী হজ এজেন্সিসমূহ মোয়া ল্লেম নির্বাচন করতে পারে। হজযাত্রী সংখ্যা অনুপাতে মোয়াল্লেমের সংখ্যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।
৬.১.১৮	হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম, যানবাহন, স্থাপনা, জনবলের সংরক্ষক **(Custodian)** হিসেবে দায়িত্ব পালন।
৬.১.১৯	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬.১.২০	সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
৬.২	**হজ এজেন্সির বাড়ি পরিদর্শনঃ** হজ এজেন্সি কর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মানসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস, মক্কা ও মদিনা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈবচয়ন **(Random Sampling)** এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাড়ি পরিদর্শনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।
৬.২.১	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (**Cluster)** ভিত্তিক বাড়ী/হোটেল ভাড়া নিশ্চিতকরণে হজ এজেন্সিসমূহকে সহায়তা প্রদান।
৬.২.২	হজ এজেন্সি কর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মানসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈবচয়ন **(Random Sampling)** এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাড়ি পরিদর্শনে হাব প্রয়োজনীয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।
৬.৩	**মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগঃ** শুধুমাত্র হজ মৌসুমের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পদে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় ৩/৪ মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে হজ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন করে হজ অফিসার নিয়োগ করা হবে।
৬.৩.১	বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হজ মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত হজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটরদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ০৯(নয়) সদস্যের একটি দল প্রেরণ করা হবে।
৬.৪	**হজ কর্মী নিয়োগঃ**
৬.৪.১	সৌদি আরবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজকর্মী নিয়োগ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা মৌসুমী হজকর্মী নিয়োগ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় হজ প্রস্তুতিমূলক এবং সমাপনী কাজের জন্য কনস্যুলেট-এর সহায়তা নেবে। হজকর্মীদের মধ্যে সাধারণ হজকর্মী ছাড়াও অনুবাদক/কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ক্লিনার অ ন্তর্ভুক্ত থাকবে। হজকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবী ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফাত, মুজদালেফা, মদিনা ও জেদ্দার রা স্তা ঘাটের সাথে পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতি বছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক, মৌসুমী ও সমাপনীমূলক হজকর্মীদের সংখ্যা, মেয়াদ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করবে। নিয়োজিত হজকর্মীদের স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৬.৪.২	সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হজযাত্রী বা তার অংশবিশেষের বিপরীতে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হতে ০১ জন হজকর্মী নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। হজ অফিস প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। হজযাত্রী সৌদি আরব আসার পূর্বেই হজ এজেন্সি নিয়োগপ্রাপ্ত হজকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা লিখিতভাবে ঢাকাস্থ হজ অফিস ও সৌদি আরবস্থ হজ অফিসগুলোকে জানাবে।
৬.৪.৩	বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করবে এবং করণীয় বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতঃ পরামর্শ/নির্দেশনা গ্রহণ করবে।
৬.৪.৪	জেদ্দা হজ টার্মিনালে আরবী জানা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হজকর্মী নিয়োগ করতে হবে।
৭.	**বেসরকারি ব্যবস্থাপনাঃ**
৭.১	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর হজ প্যাকেজ ঘোষনার পর পরই হজ এজেন্সিসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। হজপ্যাকেজ, হজযাত্রীর তালিকা ও তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, সরকার ও হজ এজেন্সি এবং হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির/আবাসনের ঠিকানা, বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্কপি হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে। হজ প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা, সেবা মূল্য, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বি স্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র/লিফলেট প্রকাশ করবে। পাশাপাশি এর একটি কপি স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। হজ এজেন্সিসমূহ সর্বোচ্চ দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে হজ প্যাকেজের সর্বনিম্ন খরচ কোন অবস্থাতেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সর্বনি ম্ন প্যাকেজ মূল্যের কম হবে না। হজযাত্রী যে এজেন্সির মাধ্যমে হজে যাবেন সে এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক নিজ স্বাক্ষরে রসিদমূলে হজযাত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করবেন অথবা প্যাকেজ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন। প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে ঐ এজেন্সির মাধ্যমে মোয়াল্লেম ফি জমাদানকারী হজযাত্রীদের সংখ্যানুযায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত সর্বনি ম্ন প্যাকেজ মূল্যের সমুদয় অর্থ হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোয়া ল্লেম ফি জমাদানকারী হজযাত্রীদের টাকা জমাদান সংক্রা ন্ত ব্যাংক সনদ/স্থিতির হিসাব ও হজযাত্রীদের তালিকা হজ অফিস,

	ঢাকায় জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সং শ্লিষ্ট এজেন্সির উপর বর্তাবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সি সর্বনিম্ন ১৫০ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে প্রেরণ করতে পারবে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ৩০০ জন হজযাত্রীকে হজ এজেন্সি কর্তৃক হজে পাঠাতে পারবে।	
৭.২	হজ এজেন্সি ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও দায়িত্ব পালন করবে।	
৭.৩	(ক)	হজ এজেন্সি বেসরকারি হজযাত্রীর ডিজিটাল ফরম-এর **Print out** হজ অফিস, ঢাকায় জমা করবে।
	(খ)	হজ এজেন্সি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রের নমুনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হজ অফিস, ঢাকা হতে সংগ্রহ করবে।
৭.৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৩.১.৭ ধারা অনুযায়ী হজযাত্রী নির্বাচনপূর্বক অগ্রীম জামানতের টাকা মোয়াল্লেম ফি, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক গ্যারান্টি, আপদকালীণ ফান্ড, অন্যান্য সার্ভিস চার্জ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ফি এর এর সাথে সমন্বয় করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৫৬ সে:মি: **x** ২৫ সে:মি: **x** ৪৫ সে:মি: আয়তনের একই রং ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা খচিত ব্যাগ প্রত্যেক হজযাত্রীকে সরবরাহ করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক হজযাত্রীর ট্রলি ব্যাগ সরকার এবং বেসরকারি ব্যবস্থানা য় প্রত্যেক হজযাত্রীর ট্রলি ব্যাগ হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত মোয়া ল্লেম ফি সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোন অবস্থাতেই ফেরৎ যোগ্য হবে না। কোনক্রমেই মোয়া ল্লেম ফি জমাদানকারী হজযাত্রীদের নামের মূল তালিকা বহির্ভুত কোন ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন (**Replacement)** করা যাবে না। তবে মৃত্যু/গু রুতর শারিরিক অসুস্থতার কারনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিশেষ বিবেচনায় কেবলমাত্র প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীর মধ্যে থেকে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করা যাবে।	
৭.৫	হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের পূরণকৃত আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্র সংগ্রহ করবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, আপদকালীণ ফান্ড, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ফি এর অর্থ জমাদানের রসিদ এবং হজযাত্রীর পূর্ণ নাম ঠিকানা সম্বলিত তালিকা ও সকল চুক্তিপত্রের কপি হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে। হজযাত্রীদের তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর দাখিল করবে।	
৭.৬	হজ এজেন্সি সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মোয়া ল্লেম-এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা ও আরাফায় আবাসন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্য ন্ত হজযাত্রী/হাজীদের সাথে এজেন্সির পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। অনিবার্য কারণে কোন হজ এজেন্সির সকল হজ যাত্রী সৌদি আরব ত্যাগের পূর্বে উক্ত এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধির সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদি আরবস্থ হজ অফিসের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে তা করবে।	
৭.৭	মক্কা ও মদিনায় নির্বিঘ্নে গমনাগমন এবং প্রদেয় অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার স্বার্থে মুয়া ছাসা এবং আদিল্লা (মক্তব বাংলাদেশ) কার্যালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
৭.৮	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, নাগরিক জ্ঞান (**Civic Sense),** ব্যাগেজ রুল ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ উদ্যোগ বা ঢাকা হজ অফিসের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।	
৭.৯	হজ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ এজেন্সির নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যাতে সহজে চেনা যায় সে বিষয়ে হজ এজেন্সিসমূহ সরকার নির্ধারিত বিশেষ ধরণের ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	
৭.১০	এজেন্সির বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ এবং তার আওতাধীন হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল-এর তারিখ পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্ধারণের বিষয়ে হজ এজেন্সিসমূহ এয়ারলাইন্স-এর সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
৭.১১	সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ এজেন্সি নির্ধারিত মোয়া ল্লেম-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
৭.১২	প্রতি হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজ এজেন্সি হজ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্তুতি প্রতিবেদন এবং হজ শেষে হজ যাত্রীগমন ও প্রত্যাগমনসহ অন্যান্য গু রুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি সমাপনী প্রতিবেদন ঢাকা হজ অফিসে ও জেদ্দা হজ অফিসে দাখিল করবে।	
৭.১৩	সরকারি হজযাত্রীদের ন্যায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাস্থ হজক্যাম্পে অবস্থান করতে পারবেন।	
৭.১৪	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।	
৭.১৫	হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর হতে গ্রহণপূর্বক মক্কা/মদিনায় হাজীদের/হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসরিয়াযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে।	
৭.১৬	হজ এজেন্সিসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস কর্তৃক নির্দেশিত/চাহিত যে কোন নির্দেশনা প্রতিপালন, তথ্য সরবরাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।	

৭.১৭	হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রা ন্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।
৭.১৮	হজ এজেন্সি উক্ত এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় কতজন হজযাত্রী কোন্ মোয়াল্লেমের অধীনে, কোন্ এয়ারলাইন্সে জেদ্দা/ মদিনা গমন করবেন এবং হজ শেষে জেদ্দা/মদিনা হতে প্রত্যাবর্তন করবেন তার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা , বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ১লা জুলাই ২০১৬ এর পূর্বে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। 'হাব' বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.১৯	ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া গ্রুপ লিডারদের মাধ্যমে কোন হজযাত্রীকে হজ অফিসে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন।
৭.২০	বিমানের টিকেট/হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার বিষয়টি এজেন্সির প্যাডে প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের পাসপোর্টে ভিসা লাগানোর জন্য সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। প্রত্যয়নপত্রে এয়ারলাইন্সের নাম, ফ্লাইট নম্বর, ফ্লাইটের তারিখ ইত্যাদি তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং একইভাবে ওয়েব সাইটে আপডেট করতে হবে ।
৭.২১	হজ ব্যবস্থাপনায় গ্রুপলিডার/কাফেলা স্বীকৃত নয়। অতএব কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে এজেন্সির কোন প্রকার লেনদেনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে। হজ এজেন্সি এবং গ্রুপলিডার/ কাফেলা লিডারের সঙ্গে লেনদেন সংক্রা ন্ত কারণে কোন হজযাত্রী প্রতারিত হলে, হজে যেতে না পারলে তার সম্পূর্ণ দায় সং শ্লিষ্ট হজ এজেন্সির উপর বর্তাবে এবং এ জন্য হজ এজেন্সিকে জাতীয় হজ ও ওমরাহনীতিতে উল্লিখিত সর্বোচ্চ শা স্তি প্রদান করা হবে।
৭.২২	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনা জনিতকারণে মোয়াল্লেম ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া, খাওয়া খরচ, ইত্যাদি) ফেরৎ পাবেন।
৭.২৩	অনুর্ধ ৪৫ বছর বয়স্ক হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার সন্দেহের উদ্রেগ হলে তার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমানস্বরুপ উপযুক্ত প্রমানক হজ অফিস, ঢাকায় দাখিল করতে হবে।
৭.২৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সি হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে। প্রশিক্ষনের ভেন্যু ও কর্মসূচি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করবে। প্রশিক্ষনের সময় একজন ডাক্তার ও হজযাত্রী পরিবহনের জন্য মনোনীত এয়ারলাইন্সের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।
৭.২৫	প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে হজপ্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব প্যাডে অগ্রগামী পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
৭.২৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা কর্তৃক সময়ে সময়ে এজেন্সির নিকট চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। 'হাব' এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৭.২৭	মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের **MIS Report** নেয়ার স্বার্থে হজ এজেন্সি আই.টি কর্তৃক সরবরাহকৃত **Password**-এর মাধ্যমে চাহিত হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে (**www.hajj.gov.bd)** সরবরাহ করবে এবং তাদের তথ্য **Online**-এ সরাসরি **Update** করার জন্য আইটি ফার্মকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
৭.২৮	প্রত্যেক হজ এজেন্সির নিয়োগকৃত হজকর্মী/প্রতিনিধি তাঁদের জন্য মক্কা/মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়িতে অবস্থান করবেন।
৮.	**<u>বাড়ি ভাড়াঃ</u>** হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বাড়ি বলতে সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত (তাসরিয়াহ/তাসনিফ প্রদত্ত) আবাসিক বাড়ি/হোটেল/বোর্ডিং/মুসাফিরখানা ইত্যাদি বুঝাবে।
৮.১	**<u>সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়াঃ</u>** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাড়ী ভাড়া কমিটি হজযাত্রীদের আবাসন সংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণ করে সরকারি ব্যবস্থাপনা র হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করবে। সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি বছর বাড়ি ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এক বা একাধিক হজপ্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। সাধারণভাবে প্রত্যেক বাড়িতে সর্বোচ্চ ৪/৫ অথবা ৫/৬ জনের জন্য একটি টয়লেট, গোসল ও ওযুর জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, কক্ষসমূহে এসি, সার্বক্ষণিক টেলিফোন, ফ্রিজ ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে তাসরিয়াযুক্ত যথাসম্ভব বৃহৎ আকারের বাড়ি এবং মদিনায় সং শ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৃহৎ কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৮.১.১	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত প্রতিটি বাড়ি/হোটেলের **Measurement sheet** হজ ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ মাস পূর্বে ঢাকা হজ অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
৮.২	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়াঃ
৮.২.১	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা র হজযাত্রীদের জন্য হজএজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি

	সৌদি আরবের সং শ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণপূর্বক মোয়াল্লেম ফি জমাদানকারী হজ যাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ ভিত্তিক বাড়ী ভাড়া কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ির মান ও প্রদেয় সুবিধার চেয়ে নিম্নতর হবে না।
৮.২.২	সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতবেক হজ যাত্রী সংখ্যানুযায়ী ১% অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়ার অর্থ সরকার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। জমাকৃত উক্ত অর্থ দ্বারা হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর পরামর্শক্রমে সরকার সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অতিরিক্ত বাড়ীভাড়া নিশ্চিত করবে।
৮.২.৩	হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক মোয়াল্লেম ফিসহ অন্যান্য ফি জমা দানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সির মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রতিটি এজেন্সির হজযাত্রীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করবে। এই প্রত্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির উপর ভিত্তি করে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস এজেন্সির অনুকূলে বাড়ি ভাড়ার অনাপত্তি পত্র প্রদান করবে।
৮.২.৪	হজ এজেন্সি কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া, ত্রিপক্ষীয় (সৌদি কর্তৃপক্ষ, বাড়ির মালিক/কোম্পানী ও হজ এজেন্সি) ভাড়াচুক্তি অনুমোদিত মূল কপি/অনূদিত কপি এবং উক্ত চুক্তি ওয়েব সাইট এ আপলোড এর পর প্রাপ্ত প্রিন্ট-কপির অনুলিপিসহ বাড়ির ঠিকানা বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কায় দাখিল করবে। এসব তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন/নিশ্চিত হয়ে হজ অফিস, মক্কা ছাড়পত্র প্রদান করবে।
৮.২.৫	বাড়ি ভাড়ার তথ্যসহ বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কার ছাড়পত্র ঢাকা হজ অফিসে জমা প্রদানের পর পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির হজযাত্রীদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করবেন।
৮.২.৬	এজেন্সি কর্তৃক প্রতিটি বাড়িতে এবং মিনার তাঁবুতে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ যথা প্লেকার্ড/ স্টিকার/ ব্যানার ইত্যাদি লাগাতে হবে। বাংলাদেশী হজযাত্রী চলাচলের প্রতিটি বাসে বাংলাদেশী পতাকার চিহ্ন সম্বলিত স্টিকার লাগাতে হবে। এছাড়া প্রতি বাড়ির ভিতরে সহজে দৃশ্যমান জায়গায় বাংলাদেশ হজ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান, চিকিৎসক দলের অবস্থান, ব্যাগেজ রুল ও অন্যান্য জরুরী তথ্যাবলী সম্বলিত লিফলেট/ স্টিকার লাগাতে হবে।
৮.২.৭	ভাড়াকৃত বাড়িসমূহের 'হারেস' বা কেয়ারটেকার যথাসম্ভব বাংলাদেশী হতে হবে।
৮.২.৮	প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৮.২.৯	হজযাত্রীদের তাসরিয়াযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়িতে রাখা যাবে না।
৮.২.১০	ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা, মোট কক্ষ, মোট ভাড়াকৃত স্পেস, প্রতি কক্ষে কতজন হজযাত্রী থাকবেন এবং প্রতি কক্ষে সিট বিন্যাস করে হজযাত্রীর নাম সম্বলিত কক্ষ বরাদ্দের তালিকা ঢাকাস্থ হজ অফিসে এবং মক্কা/মদিনা অফিসে জমা দিতে হবে যাতে এসব তথ্য নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়।
৮.২.১১	মক্কা ও মদিনায় হজ এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরীয়ার বাংলায় অনূদিত কপি ভিসার জন্য ডিও'র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং মক্কার বাড়ির প্রবেশ পথে টানিয়ে রাখতে হবে।
৮.২.১২	মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত আবাসনের তথ্য হজযাত্রীরা মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার পূর্বেই ওয়েবসাইটে আপডেট করবে ।
৯.	সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণঃ বাংলাদেশের হজযাত্রীদের সৌদি আরবে সেবাদানের নিমিত্ত এবং সৌদি আরব পর্বের হজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করতঃ সরকার বিভিন্ন দল প্রেরণ করবে।
৯.১	**হজ প্রতিনিধি দলঃ** সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে শুভেচ্ছা ও মতামত বিনিময় করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত আলেমসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে অনুন্য ৩ (তিন) ও সর্বোচ্চ ১০ (দশ) সদস্যের একটি হজ প্রতিনিধি দল সৌদি আরব প্রেরণ করা হবে।
৯.২	**হজ প্রশাসনিক দলঃ** সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা, অভিযোগ, তদ ন্ত, সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে অনধিক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক দল প্রেরণ করা হবে।
৯.২.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্মকালের মেয়াদ নিরূপণ করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত এবং হজ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে দল গঠন করা হবে। প্রশাসনিক দলে মহিলা সদস্য থাকবেণ। তাঁরা জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালেফায় দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত প্রশাসনিক দলের সদস্যদের চাকুরী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে গমন পূর্বক কাউন্সিলর (হজ) মক্কা এর নিকট যোগদানপত্র জমা দিবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যার্বতন কালে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতঃ বাংলাদেশে প্রত্যার্বতনের পর স্ব-স্ব কর্মস্থলে যোগদান করবেন। হজ প্রশাসনিক দলের কাজ ও সৌদি আরব অবস্থানকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
৯.২.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বণ্টন-এর অফিস আদেশ জারী করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালীন সময় কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত

	প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করতে পারবেন। হজ প্রশাসনিক দলের কোন সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/ আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না । হজ প্রশাসনিক দলের কাজ সম্পাদনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।
৯.৩	**হজ চিকিৎসক দলঃ**
৯.৩.১	হজের সময় সৌদি আরবে বাংলাদেশী হজযাত্রী/হাজীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রতি ১(এক) হাজার হজ পালনকারীর জন্য ১(এক) জন চিকিৎসক অনুপাতের ভিত্তিতে একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হবে। হজ চিকিৎসক দলের গঠন (**Composition**) সদস্যদের নির্বাচন চূড়ান্তকরণের এখতিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকবে।
৯.৩.২	চিকিৎসক, সেবিকা, ফার্মাসিষ্ট ও ব্রাদার এবং প্যারামেডিকস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৩(তিন) জন প্রতিনিধি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে । ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন। চিকিৎসক দলের সদস্যদের **job description** এবং বাংলাদেশী হাজীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে মর্মেও মুচলেকা নিতে হবে। দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্নাঙ্গ তথ্য ও পাসপোর্ট, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ০১ মাস পূর্বে ঢাকা হজ অফিসে প্রদান করতে হবে।
৯.৩.৩	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.৩.৪	হজ সহায়ক টীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৩(তিন) জন প্রতিনিধি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে । ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন।
৯.৩.৫	হজ চিকিৎসক দলের সদস্যদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।
৯.৩.৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ চিকিৎসক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বণ্টন-এর অফিস আদেশ জারী করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালীন সময় কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সাথে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করবেন। হজ চিকিৎসক দলের কোন সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না। তারা মক্কায় গমন পূর্বক কাউন্সিলর (হজ) এর নিকট যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যার্বন কালে কাউন্সিলর (হজ) এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করবেন।
৯.৩.৭	হজ চিকিৎসক দলের সদস্যদের চাকুরী সৌদি আরব অবস্থানকালীণ সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে কাউন্সেলর (হজ) ও হজ অফিসার মদিনা ও জেদ্দার তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন।
৯.৪	**হজ গাইড নির্বাচনঃ**
৯.৪.১	সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ জন হজ যাত্রীর জন্য একজন হজগাইড থাকবে। হজগাইড বাছাই ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জারী করবে।
৯.৫	**রাষ্ট্রীয় খরচে হজপালনঃ**
৯.৫.১	হজ সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থাপনা দল প্রেরণঃ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্যে সরকারি অর্থে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব প্রেরণ করা যাবে। এ দলের সদস্যগণ সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী হিসেবে সরকারের সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্যে উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রাপ্য হবেন। তারা দৈনিক ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। এ দলের সদস্যদের ফরম পূরন করে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এইচএমআইএস এ সরাসরি সরকারি হজযাত্রী কোটায় এন্ট্রি করা হবে। এ দলের তালিকা এবং হজ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্নাঙ্গ তথ্য ও পাসপোর্ট, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ০১ মাস পূর্বে ঢাকা হজ অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
৯.৬	**সহকারী হজ অফিসার নিয়োগঃ**
৯.৬.১	শুধুমাত্র হজ মৌসুমের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পদে বাংলাদেশ হজ অফিস মদিনা, মক্কা ও জেদ্দায় ৩/৪ মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে হজ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন করে হজ অফিসার নিয়োগ করা হবে।
৯.৬.২	বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হজ মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে কর্মরত হজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) সদস্যের একটি দল প্রেরণ করা হবে।
	তৃতীয় অধ্যায়
১০.	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ**
১০.১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র হজযাত্রীদের পরিবহন এবং এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

১০.১.১	হজযাত্রী পরিবহনের সুবিধার্থে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা ও ঢাকা-মদিনা/জেদ্দা-ঢাকা পথে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহনে ইচ্ছুক মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সুনামের অধিকারী প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এয়ারলাইন্স যোগে হজযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
১০.১.২	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে হজযাত্রীদের ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা ও ঢাকা-মদিনা/জেদ্দা-ঢাকা পথের সম্ভাব্য বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া একই হবে। প্রস্তাবিত ভাড়া সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে আলোচনা করে সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে ।
১০.১.৩	হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য মক্কা ও মদিনাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ থাকবে।
১০.১.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউলসহ এতদসংক্রা ন্ত যাবতীয় সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসরকারি হজযাত্রীদের অগ্রিম বিমান ভাড়া গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করবে।
১০.১.৫	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃ পক্ষ এবং **GACA,** সৌদি আরব এর সাথে আলোচনাক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে **Flight Schedule** নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বা স্তবায়ন করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনা র হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, হজ অফিস, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সমূহের প্রতিনিধি ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। হজযাত্রীদের সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
১০.১.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জেদ্দা, মক্কা আল- মোকাররমা ও মদিনা আল-মুনাওয়ারাস্থ অফিস যথাসময়ে হজযাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যাদি সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সৌদি আরবের কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০.১.৭	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ হজ অফিসের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ মৌসুমে সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর হজযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।
১০.১.৮	যে সকল এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পরিবহন করবে তারা তাদের ফ্লাইট সিডিউল হজ ওয়েবসাইটে (**www.hajj.gov.bd**) সরাসরি প্রকাশ করবে। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পাসওর্য়াড সংগ্রহ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ মর্মে সকল এয়ারলাইন্সকে নির্দেশনা প্রদান করবে। এ ছাড়া এয়ারলাইন্স সমূহ তাদের ফ্লাইটে হজযাত্রীদের বুকিং এর **Electronic data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post Hajj**) মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মকে প্রদান করবে।
১০.১.৯	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরবে জেদ্দা ও মদিনায় বিমান বন্দর কর্তৃ পক্ষ ও **GACA** এর সাথে আলোচনাক্রমে হজপূর্ব ও হজ উত্তর ফ্লাইট সিডিউল সংক্রা ন্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বাস্তবায়ন করবে।
১০.২	হজ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রমঃ পর্যায়ক্রমে হজ মৌসুমে হজফ্লাইটে সৌদি আরব গমনের নিমিত্ত সকল হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন,কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি বিমানে আরোহণ-পূর্ব যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সাথে বিষয়টি সমন্বয় করে হজ ক্যাম্প হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত হজযাত্রী পৌঁছানোর বিষয়ে হজ অফিস, ঢাকা এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
১০.৩	হজ শেষে হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় জেদ্দা হজ টার্মিনালে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জেদ্দা/মদিনা হজ টার্মিনালে ৬ ঘণ্টার বেশি **Detained**/যাত্রা বিলম্ব হলে সম্মাণিত হাজীদের হোটেলে আনা-নেয়া ও খাবার পরিবেশনের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সং শ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষকে হজ সংক্রা ন্ত বিষয়ের উপরে **In flight video** তৈরী ও **flight** চলাকালীন সময়ে প্রদর্শন করতে হবে।
১০.৪	হজক্যাম্প, আশকোনা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্মানীত হজযাত্রীদের বাস সার্ভিস প্রদান করবে এবং হজযাত্রী পরিবহনে সম্মানীত হজযাত্রীদের আরও উন্নততর সেবা প্রদান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ শেষে এয়ারলাইন্সসমূহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতি বছর হজ সেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে যে সকল নতুন সেবা প্রচলন বা পরিবর্তন করেছে তার প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১০.৫	সম্মানিত হজযাত্রীদের ব্যাগ/মালামাল হ্যান্ডেলিং এর সুবিধার জন্য মক্কা ও মদীনায় সিটি-চেক-ইন এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের মালামাল যাতে না হারায় এবং **Mishandle** হলে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা বিধান করা যায় সে বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া **Luggage tracking System** চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে যে কোন সময়ে **Luggage** সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীদের প্রদান করা যায়।
১০.৬	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ ঢাকা হতে মদিনায় সরাসরি হজযাত্রীদের পরিবহনের জন্য হজ ফ্লাইট পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
১০.৭	সম্মানিত হজ যাত্রীগণ টিকেট হারিয়ে ফেললে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসসমূহের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিমান **Replacement** টিকেট ইস্যু করে থাকে। জেদ্দাস্থ হজটার্মিনালে প্রযুক্তিগত **Support** প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিমান হজযাত্রীদের জন্য **E-Ticket** প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০.৮	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রনীত হজ সিডিউল অনুমোদনের জন্য যথাসময়ে সৌদি **GACA**-এর বরাবর দাখিল করা এবং বিমানের ফ্লাইট সিডিউল অনুমোদনের জন্য **GACA**-এর সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা । বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সৌদি **GACA**-এর এখতিয়ারাধীন বিধায় বিমানের পক্ষে অনুমোদন তরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়মত **GACA** কর্তৃক ৩০-৩৫ দিনে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারনের বিষয়টি অনুমোদনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।
১০.৯	বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও টিকেট বিক্রয়ের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১০.১০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সং শ্লিষ্ট এজেন্সি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১১.	**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ** হজ কার্যক্রম বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব-এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দূতাবাস/কনস্যুলেটের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন ও হজ সংক্রান্ত ভিসা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, উর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ, বাড়ি ভাড়া, হজযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে স্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবে কর্মরত হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। তাছাড়াও হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকার সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহে সার্বিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।
১২.	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ**
১২.১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে স্বাস্থ্যসনদ প্রদানকালে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
১২.৩	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১২.৪	সৌদি আরবে হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক দলের সদস্য তথা চিকিৎসক, নার্স, ব্রাদার ও ফার্মাসিস্ট মনোনয়ন প্রদান করবে।
১২.৫	সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অতিশয় বৃদ্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রা ন্ত, ক্ষীণ দৃষ্টি ইত্যাদি রোগাক্রা ন্ত ব্যক্তিদের যাতে হজে গমনের স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দেয়া না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবে।
১৩.	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ**
১৩.১	হজ ও ওমরাহযাত্রীদের আ ন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ মৌসুমে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদান, ওমরাহযাত্রীদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসম্ভব সহজতর করাসহ হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হজ ও ওমরাহ ভিসায় গমন ও প্রত্যাগমনকারীদের নাম, ঠিকানাসহ প্রকৃত তালিকা (স্পষ্ট কপি) ও সংখ্যা দৈনিক ভিত্তিতে হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।
১৩.২	হজে গমনকৃত (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট হতে) হাজীদের সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারী তালিকা (সফ্ ট কপি) আইটি কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইমিগ্রেশনকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইভাবে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে প্রত্যাগত হাজীদের ফ্লাইটওয়ারী তথ্য ইমিগ্রেশন আই,টি কে সরবরাহ করবে। প্রতিদিন একাধিকবার এই তথ্য দিতে হবে যাতে তা সাথে সাথে ওয়েব সাইটে আপডেট করা যায় এবং রিপোর্ট নেয়া যায়। যে সকল হাজী হজ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আসবেনা, তাদের তালিকা প্রস্তুত করে হজ শেষ হওয়ার ০১(এক) মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃ পক্ষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করবে। এ বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
১৩.৩	কাঁচা খাবার/খাবার প্রস্তুতের দ্রব্য সামগ্রী ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র বিহীন ঔষধ পত্র যাতে হজ ও ওমরাহযাত্রীরা বহন করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

১৩.৪	পুলিশের বিশেষ শাখা হতে হজযাত্রীদের ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন পাওয়ার পর ইমিগ্রেশন কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য পুলিশের ভেরিফিকেশন এবং ইমিগ্রেশন শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সমন্বয় করবে।
১৩.৫	হাজীদের এমআরপি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) প্রদান নিশ্চিত করবে।
১৪.	**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হজক্যাম্পের সারাবছর রক্ষণাবেক্ষণসহ হজ মৌসুমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে হজ অফিস প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় হজ অফিস এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ হজ মৌসুমে বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজক্যাম্প সজ্জিতকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে। এছাড়াও হজ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
১৫.	**তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ** হজ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা হতে শুরু করে বিভিন্ন ঘোষণা ও বিবৃতিমূলক বিজ্ঞপ্তিসহ হজের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা/বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্টও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও হজ মৌসুমে হজ অফিস সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ অফিস, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডে এবং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ ও ওমরাহ সংক্রা ন্ত স্লাইড, স্থির চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রচার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ ছাড়া ডিজিটাল ফরম চালু ও ব্যবহার বিধি অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।
১৬.	**বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাঃ** সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, মোয়াল্লেম ফিসহ বিভিন্ন ফি, হজযাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য হজ ব্যবস্থাপনার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত। হজ অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য তফসীলভুক্ত ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানা ন্তরের ব্যবস্থা করবে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৭.	**জেলা প্রশাসকের ভূমিকাঃ** জেলা প্রশাসক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপনা র কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক হজের আবেদন ফরম/ডিজিটাল আবেদন ফরম সংগ্রহ, বিতরণ, গ্রহণ এবং হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে হজ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজ সংক্রান্তবিষয়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং হজ সম্পাদনে হজযাত্রীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক হজ সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে হজযাত্রীদের অভিযোগ তদন্ত ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাছাড়াও জেলা প্রশাসকগণ হজব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্তকরতঃ হজযাত্রীগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৮.	**ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ভূমিকাঃ**
১৮.১	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাসহ যাবতীয় বিষয় জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ (**Motivate**) করবে। জেলা পর্যায়ে হজ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। হজের তথ্যাবলীর জন্য ওয়েব সাইটের (**www.hajj.gov.bd)** ঠিকানা প্রচার করবে। ডিজিটাল ফরম পূরণের ব্যবহার বিধি হজযাত্রীদের অবহিত করবে।
১৮.২	হজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত ইমামদের মাধ্যমে হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৮.৩	হজযাত্রীদের আবেদনপত্র পূরণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমাদানে সহযোগিতা, হজ অফিস, ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।
১৮.৪	সরকারী ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিয়োজিতব্য হজগাইড নির্বাচনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা করবে।
১৮.৫	সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫ জন হজযাত্রী নিয়ে গ্রুপ গঠন করবে এবং ফ্লাইট শু রুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে হজ গাইডদের তালিকা ঢাকা হজ অফিসে প্রেরন করবে।

১৮.৬	প্রয়োজনে হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর আওতাধিন উপজেলা পর্যায়ের মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার এর কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইসলামিক মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক ও মাষ্টার ট্রেইনারগণকে সম্পৃক্ত করবেন।
	চতুর্থ অধ্যায়
১৯.	**আপৎকালীন ফান্ডঃ**
	হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের আগমনের পর থেকে হজ সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে কোন দৈব-দুর্বিপাক বা তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ ও হজযাত্রী/হাজীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপৎকালীন ফান্ড থাকবে। প্রত্যেক হজযাত্রী কর্তৃক আপৎকালীন ফান্ড-এর বিপরীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকা হিসাবে গৃহীত অর্থ উক্ত ফান্ডের উৎস হবে। এ ছাড়া হজযাত্রীদের নিকট থেকে হজ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন খাতের অনুকূলে জমাকৃত অর্থের মাধ্যমে ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্যের তারতম্যের কারণে অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে), ইতোমধ্যে স্থানীয় সার্ভিস চার্জ এর অব্যয়িত, অ-দাবিকৃত ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার-এর তারতম্যের ফলে জমাকৃত অর্থও উক্ত ফান্ডে জমা হবে। আপৎকালীন ফান্ডে জমাকৃত তহবিল পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করবে। কোন কোন খাতে আপৎকালীন ফান্ডের অর্থ ব্যয় হবে সে বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়াও সরকারী ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত (যদি থাকে) অর্থ (মোয়াল্লেম ফি ও অন্যান্য) উক্ত ফান্ডে সরাসরি স্থানান্তরিত হবে।
২০.	**হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদানঃ**
২০.১	মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থ্যতা/দুর্ঘটনা জনিতকারণে মোয়াল্লেম ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া, খাওয়া খরচ, ইত্যাদি) ফেরৎ পাবেন।
২০.২	সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়ার অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) ফেরত যোগ্য হবে।
২০.৩	উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত উদ্ভূত যে কোন সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
২০.৪	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।
	পঞ্চম অধ্যায়
২১.	**ওমরাহ এজেন্সি সংক্রান্তঃ**
২১.১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত পরিপত্র নং: ধবিম/শাঃ৩/৪-৬/২০০৫/৫২,তারিখ: ১০/০২/২০১০ খ্রিঃ, বাতিলক্রমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ হতে পবিত্র ওমরাহ পালনে গমনেচ্ছুদের দলগতভাবে/এককভাবে সৌদি আরবে প্রেরণ ও ফেরত আনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ওমরাহ এসেন্সী নিয়োগ/নবায়নের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ কার্যকর হবে। এ হজ ও ওমরাহ নীতি ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত ওমরাহ এজেন্সি সমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।
২১.২	**ওমরাহ এজেন্সির দায়-দায়িত্বঃ**
২১.২.১	সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সিকে ওমরাহ পালনে ইচ্ছুকদের গ্রুপ ভিত্তিক/এককভাবে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে প্রেরণ, ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা শরীফে আবাসন, গাইডের ব্যবস্থা, মদিনা শরীফে জেয়ারতের জন্য প্রেরণ, মদিনা শরীফে আবাসন, খাওয়া ও সার্বক্ষনিক গাইডের ব্যবস্থা (প্যাকেজ ট্যুর) এবং অন্যান্য আনুষাংগিক কার্যাদিসহ ওমরাহ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি গ্রুপ/একক সৌদি আরব যাওয়ার আগে এবং সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসার বিষয়ে প্রমান সংক্রান্ত তথ্যাদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা ও মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসে দাখিল করতে হবে।
২১.২.২	ওমরাহ এজেন্সির ওমরা হ যাত্রীদের নামের তালিকা ওমরাহ এজেন্সিগণ পরিচালক, হজ অফিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। মন্ত্রণালয় উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সৌদি দূতাবাসে ভিসা প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করবে। এ ক্ষেত্রে হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে।
২১.২.৩	যে কোন ওমরাহ এজেন্সি প্রতি বৎসর সর্বোচ্চ ৫০০ জন ওমরাহ যাত্রী প্রেরণ করতে পারবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে এ সংখ্যা কমাতে কিংবা বৃদ্ধি করতে পারবে।
২১.২.৪	কোন গ্রুপের কোন সদস্য যদি মৃত্যু অথবা গু রুতর অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে সৌদি আরব থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সি তাঁকে ফেরত আনতে ব্যর্থ হয় তাহলে এ রূপ প্রতি ওমরাহ যাত্রীর ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সির জামানত হতে সার্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্য ন্ত বাজেয়াপ্ত করা যাবে। কোন গ্রুপের একাধিক ব্যক্তির বেলায় এইরূপ ঘটনা ঘটলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সির সমূদয় জামানত বাজেয়াপ্ত অথবা সমূদয় জামানত বাজেয়াপ্তসহ ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগের আদেশ বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২১.২.৫	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুকদের নিকট হতে বিমান ভাড়া, বাড়ী/হোটেল ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, বাস ভাড়া ইত্যাদির বাবদ সকল প্রকার অর্থ এজেন্সির নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। প্রত্যেক ওমরাহ এজেন্সির ব্যাংক হিসাব নম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।
২১.২.৬	কোন ওমরাহযাত্রী যদি কোন ওমরাহ এজেন্সির বি রুদ্ধে ওমরাহ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তা তদন্ত করতঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের আলোকে নিষ্পত্তি করবে।
২১.২.৭	ওমরাহ এজেন্সিকে বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন কানুন, বিধি, বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে।
২১.২.৮	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক প্রেরিত কোন ওমরাহ যাত্রী (মৃত্যু/অসুস্থতাজনিত কারণ বা অন্য কোন আইন সংগত কারণ ব্যাতীত) যদি ফেরৎ না আসে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওমরাহ এজেন্সি দায়ী থাকবে। এই ক্ষেত্রে সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২১.২.৯	ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক ওমরাহ প্রসেসিং ফি ও প্রদেয় সকল সেবার নির্ধারিত ব্যয় উল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ওমরাহ প্যাকেজ ঘোষনা করবে এবং এর কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে।
২১.২.১০	রাজকীয় সৌদি সরকারের ওমরাহ সংক্রান্ত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশের ওমরাহ এজেন্সি (কোম্পানী/ট্রাভেল এজেন্সি) তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় সৌদি ওমরাহ এজেন্সির সাথে সার্বিক বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হবে। কেননা ওমরাহ ভিসায় গমনকারী তার নির্দিষ্ট কাজের বাহিরে এমন কোন কাজ করতে পারবেন যা স্থানীয়ভাবে কোম্পানীকে কর্মরত শ্রমিক/স্টাফগণ করতে পারে।
	৬ষ্ঠ অধ্যায়
২২.	**হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়নঃ**
২২.১	**নিয়োগের শর্তাবলীঃ** বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করবে।
২২.১.১	কোন একটি হজ ও ওমরাহ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কেবল একটি করে হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স পাওয়ার বা সংরক্ষণের অধিকারী হবেন। হজ ও ওমরাহ এজেন্সি বিক্রয়/ হস্তান্তরযোগ্য নয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে একক মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানায় রুপান্তর/পরিবর্তন এবং ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে।
২২.১.২	এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার সকলকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রমানের জন্য ইউ.পি/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র/ জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।
২২.১.৩	হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নূন্যতম ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সির সনদপত্র থাকতে হবে।
২২.১.৪	ওমরাহ এজেন্সি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হজ লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদি ও যোগ্যতা ছাড়াও হালনাগাদ **IATA** সনদ থাকা বাধ্যতামূলক হবে।
২২.১.৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের জামানত সচিব, ধর্ম বিষযক মন্ত্রণালয় নামে লিয়েনকৃত এফডিআর-এর মাধ্যমে জমা রাখতে হবে।
২২.১.৬	একই ঠিকানা/স্পেস-এ একাধিক হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সি লাইসেন্স প্রদানযোগ্য হবে না। হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স পেতে হলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত কম পক্ষে ৪০০ (চারশত) বর্গফুট আয়তনের অফিস ও প্রয়োজনীয় জনবল থাকতে হবে।
২২.১.৭	হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা ও প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এতদসংক্রান্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অপরাপর শর্তসহ সকল শর্ত পালনের নিমিত্ত এজেন্সিসমূহকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।
২২.১.৮	এজেন্সির অফিসে যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা (টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল, ফ্যাক্স, রিজার্ভেশন পদ্ধতি ইত্যাদি) থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে।
২২.১.৯	হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ ও নবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ফি নির্ধারণ করবে।
২২.১.১০	শাস্তি স্বরূপ হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স বাতিলকৃত কোন এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/পরিচালক/অংশীদার কোনক্রমেই পুনরায় হজ অথবা ওমরাহ লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী হবেন না বা অন্য কোন হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।
২২.১.১১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অন্যবিধ যে কোন শর্ত আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।
২২.১.১২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইচ্ছা করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগের যে কোন আবেদনপত্র/এজেন্সি নিয়োগের আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।
২২.২	**নিয়োগ প্রক্রিয়াঃ** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নূন্যতম ০২(দুই) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদনের আলোকে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলী

	অনুসরণ করে সরজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ফি গ্রহণ পূর্বক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করবে।	
২২.৩	**পরিদর্শনঃ** জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, এজেন্সি ও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ এবং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বা স্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে হজ ও ওমরাহ এজেন্সির সার্বিক কার্যক্রম তদারক/পরিদর্শন করতে পারবে।	
২২.৪	**নবায়নঃ** এজেন্সিসমূহের পূর্ববর্তী বছর সমূহের কার্যক্রম, সেবার মান, হালনাগাদ ট্রাভেল লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে **IATA** সনদ ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সরকারের সন্তুষ্টি সা পেক্ষে সময় সময়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত ফি গ্রহণকরতঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ও ওমরাহ লাইসেন্স নবায়ন করা হবে।	
২৩.	হজ ও ওমরাহ এজেন্সির বিরম্নদ্ধে অভিযোগ তদন্ত, শাস্তি ও রিভিউ	
২৩.১	**তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহঃ**	
	(ক)	প্যাকেজ ঘোষণা না করা/ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা।
	(খ)	হজ/ওমরাহযাত্রীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর না করা/চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা।
	(গ)	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির নির্ধারিত নির্দেশাবলী লঙ্ঘন।
	(ঘ)	রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন।
	(ঙ)	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অসদাচরণ ও অসহযোগিতা।
	(চ)	সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় এতদসংক্রান্ত জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনার ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন।
	(ছ)	যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরাহ যাত্রী প্রত্যাবর্তন না করা।
	(জ)	হজ/ওমরাহ যাত্রীগনের সাথে যে কোন ধরণের প্রতারণা।
	(ঝ)	হজ/ওমরাহ এজেন্সি ও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ।
	(ঞ)	উহা ছাড়াও অন্যবিধকারণে হজ ও ওমরাহ সংক্রান্তে সৃষ্ট যে কোন অপরাধ কিংবা ত্রুটি সংগঠন।
২৩.২	**তদন্ত ও শাস্তিঃ** বাংলাদেশে ও সৌদি আরবে হজ অথবা ওমরাহযাত্রী অথবা অপর কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগের পরি প্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক দলের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশ কিংবা সৌদি আরবে হজ /ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত/দাখিলকৃত অভিযোগ তদ ন্ত করতঃ তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট হজ ও ওমরাহ এজেন্সি এবং উহার স্বত্বাধিকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/অংশিদার/পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ যে কোন এক বা একাধিক প্রকারের শাস্তি প্রদান করতে পারবে। ১. হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল; ২. জামানত বাজেয়াপ্তসহ হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল; ৩. হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স স্থগিত; ৪. হজ ও ওমরাহ এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্ত; ৫. জামানতের অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত; ৬. অর্থ দন্ড/জরিমানা; ৭. অর্থ দন্ড/জরিমানা ও হজ ও ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল; ৮. তিরস্কার/সতর্কীকরণ (পর পর তিনবার তিরস্কার/সতর্কীকরণ নোটিশ প্রাপ্ত হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে লাইসেন্স বাতিল করা হবে)।	
২৩.৩	**শাস্তি রিভিউঃ** ২৩.৩.১ অনুচ্ছেদ ২৩.১-এ বর্ণিত অভিযোগ অনুসারে অনুচ্ছেদ ২৩.২ অনুযায়ী শা স্তিপ্রাপ্ত সংক্ষুব্ধ এজেন্সি শাস্তি আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আদেশ রিভিউ করার জন্য সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে।	
২৩.৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করবেন। রিভিউ কমিটি প্রাপ্ত আবেদনগুলো যথাসম্ভব পরবর্তী ২৫ দিনের মধ্যে শুনানীর ব্যবস্থা করবে।	
২৩.৫	রিভিউ কমিটি এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলো পুনঃশুনানির মাধ্যমে কেস-বাই-কেস মতামত দেবেন। উক্ত মতামতের আলোকে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী রিভিউ সংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করবেন।	
সপ্তম অধ্যায়		
২৪.	**জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনাঃ**	
২৪.১	রাজকীয় সৌদি সরকার হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রায়শঃই পরিবর্তন ও সংযোজন করে থাকে। এছাড়াও প্রতি বছর হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের	

	ফলে বাস্তব কারণে হজ ও ওমরাহ বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়। যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির উপরেও প্রভাব ফেলে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতঃ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
২৪.২	প্রয়োজনে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির ব্যাখ্যা প্রদান, নীতি বাস্তবায়নে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।
২৪.৩	অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩ ৭ হিজরী/ ২০১ ৬খ্রিঃ কার্যকর হওয়ার পর পূর্বের জাতীয় হজনীতি ও ওমরাহ সংক্রান্ত পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। পূর্বের জাতীয় হজনীতি ও ওমরাহ সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-১৪৩৭ হিজরী/২০১৬খ্রিঃ এর আলোকে সম্পাদিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

(মো: আব্দুল জলিল)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়